ইতিহাস গড়লেন বারাক ওবামা

মোহাম্মদ আলী বোখারী, টরন্টো

মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর ২০০৮, ,নিউজ – বাংলা থেকে সংগৃহিত

২০০৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর থেকেই শিকাগোর ঐতিহাসিক গ্র্যান্ট পার্ক অভিমুখে এক বিশাল মানুষের ঢল এগিয়ে গেল। রাত ন'টা বাজতেপঁচাত্তর হাজার মানুষের ঢল এগিয়ে গেল।

রাত ন'টা বাজতেপঁচাত্তরহাজার মানুষের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে প্রায় দুইশত সহস্র মানুষের জনসমুদ্র ততক্ষণে আবেগ-উচ্ছাস নিয়ে সেখানটায় অপেক্ষমাণ। ঠিক তখনই যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেট দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বারাক ওবামা অতি কাছের হায়াত রিজেন্সী হোটেল কক্ষে একাত্তর বছরের শশ্রু"মাতা মেরিয়ান রবিনসনের পাশে বসে টিভিতে নির্বাচনী ফলাফল দেখছেন। আর লবিতে জড়ো হয়েছে তারই অতি কাছের প্রচার কর্মীরা। রাত দশটা বাজতে কিছু বাকী - টিভির বিভিন্ন চ্যানেলের নিউজ নেটওয়ার্কে বারাক ওবামার জয়-জয়কার শোনা গেল।

এই মুহুর্তটির অপেক্ষাই করেছে কেবল একটি প্রজন্ম নয় বরং সপ্তাহ, মাস ধরে অধীর আগ্রহে উদ্বেলিত সেই বিশাল

জনসমুদ্র। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২২১ বছরের ইতিহাসে এতো বিপুল নারী-পুরুষ এবং তরুন-যুবার ঢল কখনো কেউ দেখেনি। সেই সাথে সারা বিশ্বের ২৪৫টি দেশের কোটি কোটি মানুষ দিন-রাতের ব্যবধানকে উপেক্ষা করে টিভি দেখেছে। যে মুহূর্তে বারাক ওবামার বিজয় সংবাদটি চূড়ান্ত জানা গেল গ্র্যান্ট পার্কের সেই বিশাল জনসমুদ্র উল্লাস-কান্নায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো। এমন দৃশ্যের সীমা-পরিসীমা ও অবতারনা স্মরণকালের ইতিহাসে নেই। বিজয় আনন্দের উল্লাস ও কান্নার এমন অবিচ্ছেদ্য মিলন আর কখনো হবে কিনা - সেটা শুধু ভবিতব্যই বলবে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ৪৭ বছরের এই কৃষ্ণাঙ্গ বারাক ওবামার বিজয় গ্র্যান্ট পার্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের মানুষ তাদের জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারতো কিনা - অতি আশাবাদী মানুষেরও তা জানা ছিল না। কেননা পাঁচশো বছর আগে যে আমেরিকা খ্রীষ্টফার কলম্বাস আবিস্কার করে গেছেন, সেই সময়কালের তিনশো বছরই একজন কৃষ্ণকায় নারী-পুরুষের পরিচয় ছিল দাস হিসেবে। তার সমানাধিকার তো দূরের কথা, পূর্ণ মানুষের স্বীকৃতিটুকু ছিল না। রেস্তোরার প্রবেশদ্বারে লিখা থাকতো - 'নো ডগ, মেক্সিকান, এন্ড নিগ্রো'। তেমনি একই বাসে শ্বেতকায় মানুষের পাশে তাদের বসার অধিকারটুকু ছিল না। দক্ষিণের বেশ কয়েকটি রাজ্যে তুলো চাষাবাদে নিয়োজিত প্রসব বেদনায় ব্যাথাতুর কৃষ্ণকায় নারীর কর্মবিরতি বলে কিছু ছিল না। আলেক্স হেইলি-র 'রুটস্' চলচিত্রে সেই উপাখ্যানটি অনাগত প্রজন্মের জন্য বিমূর্ত হয়ে আছে। আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের প্রবক্তা বলে খ্যাত যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্যতার সেই বর্বরোচিত অন্ধকার অধ্যায়টি এক জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে আছে। পাশাপাশি আছে আদিবাসী 'রেড ইন্ডিয়ান' মানুষকে নির্বিচারে নিধন ও তাড়িয়ে বেড়ানোর ইতিহাস।

সেই যুক্তরাষ্ট্রে বারাক ওবামা-র বিজয় ঐতিহাসিক তো বটেই, একই সাথে এই বিজয়ের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। আব্রাহাম লিংকনের জন্মভূমি ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের একজন সিনেটর হিসেবে যে বারাক ওবামা তার প্রথম চার বছর অতিক্রম না করতেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেন, তাতে তিনি ঐ দেশটির রাজনৈতিক ভূ-প্রকৃতিকে পাল্টে দিলেন। ২০০৪ সালেও যে অঙ্গরাজ্য গুলো রিপাবলিকান দলীয় জর্জ বুশ-কে সমর্থন দিয়েছিল, তাদের মাঝে বহুল বিতর্কিত ফোরিডা ও ওহাইয়ো তো বটেই ইন্ডিয়ানা, ভার্জিনিয়া ও নর্থ ক্যারোলিনাও সমর্থন করলো। কিন্তু যে সময়টায় তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, সে সময়টা যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিগ্রহ ও অর্থনৈতিক দৈণ্যতার প্রকোপে একেবারেই পর্যুদস্ত ও বেসামাল। যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক জীবনমানের উন্নয়নে প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার পালন, আফগানিস্তান ও ইরাক থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল-প্যালেষ্টাইনের সুদীর্ঘ রক্তয়ী বিরোধ নিরসন, আফ্রিকার মানুষের দুর্ভি ও দারিদ্রতা মোচন এবং ইউরোপে মিসাইল ডিফেন্স শিল্ড না গড়া নির্ভর করছে বারাক ওবামার ঐকান্তিক সদিচ্ছার ওপর। তার বিজয় যে নতুন সূর্যের আলোচ্ছটায় উদ্ভাসিত, তাতে সৌম্য-শান্ত বারাক ওবামা গ্র্যান্ট পার্কের সমবেত জনসমুদ্রে আট ফুট উঁচু বুলেট প্রতিরোধক স্বচ্ছ-আচ্ছাদন মঞ্চ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন, 'আমাদের জীবদ্দশায় আগামীর চ্যালেঞ্জ হবে সবচেয়ে সুকঠিন'। সেজন্য তিনি ঐক্য ও ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হবার আহবান জানিয়ে বললেন, আমরাও পারি। যারা এতোদিন নিরাশাগ্রস্থ ছিলেন তারা আজ জানলেন সুন্দর আগামীর স্বপ্ন পূরণ সম্ভব। বিপুল করতালি ও হর্ষ-ধ্বণির মাঝে বললেন, 'আমেরিকায় পরিবর্তন এসেছে এবং এ বিজয় অর্জন আপনাদের'।

তাই কৃষ্ণকায় মানুষের এ বিজয় অর্জনের পেছনে আছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। এলাবামা অঙ্গরাজ্যের সেলমা থেকে যার সূচনা। ষাটের দশকে নাগরিক আন্দোলনের পথিকৃৎ মার্টিন লুথার কিং এখানেই কৃষ্ণকায় মানুষের ভোটের দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন। এখানেই ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃত গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন। ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন যখন ভোটাধিকার আইন অনুমোদন করেন, সেলমা-কে তিনি বিশেষ স্বীকৃতি দেন। ৩৫ বছর পর বিল কিন্টন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তার ও জিমি কার্টারের বিজয় সুনিশ্চিত করতে সেলমার আন্দোলন যে কৃষ্ণকায় মানুষের ভোটাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছে সেটির উল্লেখ করেন। প্রকৃত অর্থে, সেলমা-র কথা বিশ্ব জেনেছে ১৯৬৫ সালের ৭ই মার্চ। সেই দিনের সে ঘটনাটি এবিসি টেলিভিশনের ক্যামেরায় ধারন করা আছে। ভোটের দাবীতে আন্দোলনমুখর কৃষ্ণকায় মানুষের মিছিলের ওপর পুলিশী বেদম বেত্রাঘাত ও ঘোড়া সওয়ার হওয়ার মর্মবিদারী এক চিত্র। এতে মার্টিন লুথার কিং দেশব্যাপি চার্চের পুরোহিতদের সেলমা-য় আসার আহবান জানান। ফলে লিন্ডন জনসন দ্রুতই

ভোটাধিকারের দাবীটি আইনসিদ্ধ করতে বাধ্য হন। সে সময়কার প্রোপট বিবেচনায় দক্ষিণের পাঁচটি রাজ্যের মোট ৫ মিলিয়ন কৃষ্ণকায় মানুষের মাত্র ১ শতাংশ বসবাস করতো এই সেলমায়; সেখানে সেই ৫ মিলিয়নের মাত্র ১.৩ মিলিয়ন ভোটার হতে পেরেছিল। ১৮৭০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সংযোজিত পঞ্চদশ সংশোধনী আমেরিকানদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করলেও দক্ষিণের বর্ণবাদীদের তুমুল চাপে দরিদ্ররা 'পোল টেক্স' এবং অন্যান্যরা 'লিটারেসী টেস্ট' ও 'ফেইক টেস্ট'-এর কারনে প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সেলমায় কৃষ্ণকায়রা তুলনামূলক শিক্ষিত ছিল। এখানকার দুই কৃষ্ণকায় পার্কিন্স ও ফেডারিক ডি. রিজ্ সেলমার ঐতিহাসিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষ্ণকায় মানুষের ভোটাধিকারের দাবীতে নাগরিক আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ মার্টিন লুথার কিং সেলমার সেই ঐতিহাসিক দিনে ২৫,০০০ মানুষের যে মিছিল রাজধানী মন্টগোমারীমুখী নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেখানে কিং-এর সাথে পত্নী করেটা স্কট কিং, ফেডারিক ডি. রিজ, বর্তমান কংগ্রেসম্যান জন লুইস, রাল্ফ এবারন্যাথি এবং হোসিয়া উইলিয়ামস প্রথম সারিতে ছিলেন। বিশ্ব সেলমার সে কথা জেনেছে - যে দেশটি স্বাধিকারের কথা বলে, সেখানে মানুষ ভোটাধিকারের দাবীতে হয়েছে দলিত-মথিত। সেলমার সে অবিস্মরণীয় অধ্যায় সেই থেকে ২০০০ সাল নাগাদ কেবল ভোটাধিকার বাস্তবায়নই নয় বরং প্রায় ৯,০০০ কৃষ্ণকায়কে আমেরিকার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে। সেই অর্থে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে বারাক ওবামার জয়যুক্ত হওয়া নিঃসন্দেহে সেলমার চেতনায় উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত।

বারাক ওবামার এই অসামান্য ও গৌরবপূর্ন সাফল্য অর্জনের পেছনে ছিল পরিবর্তন সাধনের প্রতিশ্রুতি। তিনি কেবল কৃষ্ণকায় নয় বরং একজন আমেরিকান হিসেবে ধর্ম, বর্ণ ও মতাদর্শিক ভেদাভেদের উর্ধ্বে ওঠে তরুন, ল্যাটিন, শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়দের রেকর্ড পরিমান ভোট অর্জনে সম হয়েছেন। একই সাথে আমেরিকানরা একচ্ছত্রভাবে তার দল ডেমোক্রেটিক পার্টিকে সিনেট ও কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সফলতা দিয়েছে। এতে বারাক ওবামা নির্বিঘ্নেই সকল রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে পারবেন। বারাক ওবামা ২০০৯ সালের ২০শে জানুযারী যে ওয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হবেন সেটি কৃষ্ণাঙ্গ দাসদেরই শ্রম ও ঘামে গড়া এবং তা কৃষ্ণ বর্ণেই নির্মিত হয়েছিল, শ্বেত বর্ণে নয়। কথিত আছে, ১৮১২ ও ১৮১৪ সালে কলোনীয়াল শাসনামলে কানাডার টরন্টোয় ফোর্ট ইর্য়ক আমেরিকান সৈন্যরা আক্রমন ও বিধ্বস্ত করলে, পাল্টা আক্রমন হিসেবে কানাডিয়ান সৈন্যরা সেই কৃষ্ণ বর্ণের প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস পুড়িয়ে দেয়, যা পরবর্তীতে রং করে ওয়াইট হাউজ করা হয়। সেই ইতিহাসের সাথে বারাক ওবামার ওয়াইট হাউজে গমন এক অত্যুৎজ্জল ইতিহাস। তার এই অত্যুৎজ্জল ইতিহাস রোজা পার্ক, ম্যালকম এক্স এবং মার্টিন লুথার কিং-য়ের বিদেহী আত্মার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। নিশ্চয়ই সেই জ্যোর্তিময় ইতিহাস বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটাবে, মানুষের অধিকারকে সংরক্ষণ করবে এবং বিশ্বময় গণতন্ত্র ও স্বাধিকারকে সুসংহত করবে। যে পরিবর্তন সাধনের প্রতিশ্রুতিতে বারাক ওবামা আজ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, সে পরিবর্তন যেন সুন্দর পৃথিবী রচনায় প্রেরনা যোগায় - সেটাই সবার প্রত্যাশা।

পুনশ্চঃ এই লেখায় বারাক ওবামার একটি চিঠি সংযোজন না করলে তার প্রতি আমার গভীর উচ্ছাস ও অনুভূতি অপূর্ণই থেকে যাবে। চিঠিটি তার একজন সমর্থক হিসেবে ই-মেইলে নির্বাচনের রাতেই আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, যেখানে তার মহানুভবতা প্রতিফলিত:

Muhammad -- I'm about to head to Grant Park to talk to everyone gathered there, but I wanted to write to you first. We just made history. And I don't want you to forget how we did it. You made history every single day during this campaign -- every day you knocked on doors, made a donation, or talked to your family, friends, and neighbors about why you believe it's time for change. I want to thank all of you who gave your time, talent, and passion to this campaign. We have a lot of work to do to get our country back on track, and I'll be in touch soon about what comes next. But I want to be very clear about one thing... All of this happened because of you. Thank you, Barack

লেখক: কানাডা প্রবাসী সাংবাদিক। ই-মেইল: bukhari.toronto@gmail.com